13

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

রাজশাহীর ৫৫৯টি বিদ্যালয়ের উপকরণ কেনার জন্য বিশ্বব্যাংকের দেয়া টাকা ফেরত যেতে বসেছে

রাজশাহী, ৬ই জুলাই (সংবাদ প্রতিনিধি)। – সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবে রাজশাহী জেলায় ৫৫৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য বিশ্বব্যাংকের দেয়া সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি টাকা ফেরত যেতে বসেছে। বিগত অর্থবছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩০শে জুনের মধ্যে এই টাকায় উপকরণ কেনার কথা থাকলেও এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলোকে যথাসময়ে অবগত করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন কোন বিদ্যালয়কে গত দু'একদিনের মধ্যে জানানো হয়েছে মৌখিকভাবে।

জানা যায়, এবারই প্রথম বিশ্বব্যাংক দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য বেশ কয়েক লাখ ডলার অনুদান প্রদান করে। এ থেকে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৩৫০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বলা হয় বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভা আহ্বান করে একটি ক্রয় কমিটি গঠন এবং এই কমিটির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা হলেই কেবলমাত্র বরাদ্দের অর্থ পরিশোধ করা হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেশ ক'দিন সময় প্রয়োজন হলেও রাজশাহী প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এ ব্যাপারে যথাসময়ে পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানা যায়। রাজশাহী সিটি করপোরেশনভুক্ত (বোয়ালিয়া থানা) শিক্ষকদের বিষয়টি অবগত করা হয়েছে ২৯শে জুন। ঐদিন একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকদের একটি সভা আহ্বান করে ৩০শে জুনের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে শিক্ষকগণ জানান। এই সভায় কাজগুলো ব্যাকডেটে সম্পাদন করার জন্যও প্রধান শিক্ষকদের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষক ব্যাকডেটে ম্যানেজিং কমিটির সভা আহ্বান, বিশেষ করে ব্যাকডেটে দরপত্র আহ্বান করার আইনগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। তারা কর্মকর্তাদের দায় প্রধান শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, তিনি উপকরণ ক্রয়ের টাকার কথা গত মাসের ২২ জুন জেনেছেন ডিজির কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেননি কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, নেয়া হয়েছে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। ব্যাকডেটে কাজ করার পরামর্শের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বোয়ালিয়া থানার শিক্ষকরা হয়তো এ ধরনের কাজ করতে জানে না তাই আপত্তি তুলেছে। কিন্তু অন্যান্য থানায় এভাবেই কাজ হচ্ছে। ব্যাকডেটে এ ধরনের কাজ করা বেআইনি কিনা এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য শিক্ষা কর্মকর্তা দিতে পারেননি।